SUBSCRIBE
Like
Share

"ক" নং প্রশ্নের উত্তর

বুড়িগঙ্গা নদীর পানি মাছসহ অন্যান্য জীব বসবাসের অনুপযুক্ত। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

E shikkha

আমাদের পরিবেশে যে সকল প্রাণি আছে তাদের মধ্যে জলজ প্রাণির জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। জলজ প্রাণি জলে বাস করে, জলজ পরিবেশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, জলেই বংশ বৃদ্ধি করে এবং বেশিরভাগ জলজ প্রাণি জল থেকেই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পেয়ে থাকে। জলজ প্রাণির মধ্যে মাছ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। মাছ পানি থেকে খাদ্যগ্রহণ করে বেঁচে থাকে, পানিতে বংশ বৃদ্ধি করে এবং মাছ

E shikkha

SUBSCRIBE
Like
Share

ফুলকার সাহায্যে পানিতে দ্রবণীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে। শহরের ঘরবাড়ি ও নর্দমার ময়লা আবর্জনা এবং শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত প্রাণী ও উদ্ভিদজাত আবর্জনাগুলো হচ্ছে জৈব আবর্জনা। সবচেয়ে বেশি শিল্পজাত জৈব আবর্জনা নির্গত হয় চিনি, খাবার, মন্ড, কাগজ ও চামড়ার কারখানা থেকে। ঐ সকল জৈব পদার্থ পার্শ্ববর্তী জলাধার ও নদ-নদীর পানিকে দুষিত করে। খনি ও কলকারখানার ময়লা আবর্জনা, তৈল উত্তোলন ও পরিশোধন ক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি উৎস থেকে বিভিন্ন অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পানিতে মিশে পানিকে দুষিত করে। পানিতে পচনশীল জৈব পদার্থের পরিমাণ যত বেশি হয়, সেগুলিকে বিশ্লিষ্ট (decompose)

ইশিক্ষা
Eshikkha
ইশিক্ষা

SUBSCRIBE
Like
Share

করার জন্য তত অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হওয়ায় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়, যা জলজ প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এমতাবস্থায় জলজ জীবের মৃত্যুও ঘটতে পারে। আর এই কারণেই বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দুষিত হচ্ছে এবং বুড়িগঙ্গা নদীতে মাছের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই বলা যায়- বুড়িগঙ্গা নদীর পানি মাছসহ অন্যান্য জীব বসবাসের অনুপযুক্ত।

E shikkha
ই.শিক্ষা
ইশিক্ষা
ইশিক্ষা

SUBSCRIBE
Like
Share

"খ" নং প্রশ্নের উত্তর

বুড়িগঙ্গার পাড়ে যদি কোন ফসলী জমি থাকতো তবে তার সেচ কার্যক্রম বুড়িগঙ্গার পানি দিয়ে করা সম্ভব নয়। নিচে আমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো:

পানি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজ থেকে শুরু করে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই পানির নির্দিষ্ট মান যদি বজায় না থাকে তবে জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশের জন্য যেমন ক্ষতিকর হবে, তেমনই কৃষি ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার ব্যাহত হবে। কৃষিতে সেচ কাজে খাল-বিল, নদ-নদী বা ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হয়। কৃষিতে লবণাক্ত পানি ব্যবহার

E shikkha
E shikkha
ই-শিক্ষা
ই-শিক্ষা

SUBSCRIBE
Like
Share

করা যায় না। শহরের ঘরবাড়ি ও নর্দমার ময়লা আবর্জনা এবং শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত শিল্পজাত জৈব আবর্জনা বিশেষ করে চামড়ার কারখানা থেকে নির্গত আবর্জনা বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষিত করছে। শিল্প বর্জ্য দিয়ে দূষিত পানি কৃষিতে সেচ কাজে ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা নষ্ট করে দিতে পারে। সেই সাথে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সুতরাং বলা যায়- বুড়িগঙ্গার পানি দিয়ে ফসলী জমিতে সেচ কার্যক্রম করা সম্ভব নয়।

E shikkha
ই.শিক্ষা
ইশিক্ষা
ইশিক্ষা

SUBSCRIBE
Like
Share

"গ" নং প্রশ্নের উত্তর

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া একদিনও চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রতিদিন প্রায় সব ধরণের কাজে আমরা পানি ব্যবহার করে থাকি। আবার বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এই কৃষিকাজে সেচের জন্য দরকার পানি অর্থ্যাৎ পানি ছাড়া কোনোভাবেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশ শিল্পে অত্যন্ত উন্নত, এমন কোনো শিল্প কারখানা নেই যেখানে পানির প্রয়োজন হয় না। তাই বলা হয়ে থাকে- উন্নয়ন ও পানি একে অপরের পরিপূরক। মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষিত হয়ে

ইশিক্ষা
ইশিক্ষা

SUBSCRIBE
Like
Share

থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢাকা শহরের বাসা-বাড়ি ও নর্দমার ময়লা আবর্জনা এবং চামড়ার কারখানা থেকে নির্গত জৈব আবর্জনা বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষিত করছে। বুড়িগঙ্গাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় আমি যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১। সর্বস্তরের মানুষকে পানি দূষণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া প্রয়োজন এবং এর প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহ চিত্র জনসাধারণের নিকট তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে লিফলেট/পোস্টার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন- ফেসবুক) বা জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে

ইশিক্ষা
ইশিক্ষা

SUBSCRIBE
Like
Share

জনগণকে সচেতন ও সতর্ক করা যেতে পারে।

২। শহর ও বাসা-বাড়ির আবর্জনা ও নর্দমার বর্জ্য নদ-নদী, খাল-বিলে গড়িয়ে পড়ার আগে শোধন করা উচিত। এজন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনবোধে কমিটি গঠন করে আইন তৈরি করা ও আইন অমান্যকারীকে আর্থিক জরিমানা ব্যবস্থা করা।

৩। নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখা অত্যাবশ্যক। নদীর তলদেশে যাতে পলি জমতে না পারে সেজন্য নিয়মিত ড্রেজিং প্রয়োজন।

৪। কৃষি জমিতে জৈব সার এবং পরিমিত পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত। ফলে অতিরিক্ত সার জলাশয়ের পানিকে দূষিত করতে পারবে

ইশিক্ষা
ইশিক্ষা

SUBSCRIBE
Like
Share

না।

৫। শিল্প ও কল-কারখানার বর্জ্য পাশ্ববর্তী জলাশয় ও নদ-নদীতে পড়ার পূর্বে শোধন করা প্রয়োজন।

৬। খোলা মাটিতে রাসায়নিক দ্রব্য, রং অথবা গাড়ীর তেল কখনও ফেলা উচিত নয়। কেননা এ সমস্ত দ্রব্য মাটি চুয়িয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত করে।

৭। কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশক এর যথেচ্ছা ব্যবহার বন্ধ করা উচিত। এক্ষেত্রে কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৮. রান্নাঘরের নিষ্কাশন নালায় ও টয়লেটে রাসায়নিক বর্জ্য বা তেল না

ইশিক্ষা
E shikkha
ইশিক্ষা

SUBSCRIBE
Like
Share

ফেলতে শহরের মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

জনসচেতনতাই পারে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণ হতে রোধ করতে। সর্বোপরি, সকল স্থানীয় লোকদের সহায়তায় বুড়িগঙ্গাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

E shikkha
ই.শিক্ষা
ইশিক্ষা
ইশিক্ষা